১৮-০৫-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্-শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -বিজয় মালাতে আসতে হলে তোমাদের নিশ্চয়বুদ্ধি হতে হবে যে, নিরাকার শিববাবা স্বয়ং আমাদের পড়াচ্ছেন এবং উঁনি ওনার সাথেই আমাদের পরমধামে নিয়ে যাবেন। আর এই নিশ্চয়তা থেকে আমারা যেন কখনও শংসয়াতীত না হই।"

প্রশ্ন :- বিজয়ী রত্ন হবার লক্ষ্যে এগোচ্ছ, এমন আত্মাদের মুখ্য নিদর্শন কি হবে?

উত্তর :- ১) বিজয়ী রত্নের লক্ষ্যে যে আত্মারা, তাদের কখনও বাবার কোনও কথার প্রতি সংশয় আসে না। যেহেতু তারা হন নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মা। তারা নিশ্চিত থাকেন যে, বর্তমানের এই সময়টা হল সঙ্গমযুগ। শীঘ্রই এই দুঃখধাম সমাপ্ত হয়ে সুখধাম আসবে।

২) শিববাবা স্বয়ং আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। উঁনিই আমাদের দেহী-অভিমানী বানিয়ে ওঁনার সাথেই আমাদের পরমধামে নিয়ে যাবেন। উঁনি (পরমাত্মা) স্বয়ং সকল ব্রাহ্মণ আত্মাদের সাথে কথাও বলেন। আমরা এখন ওঁনার সম্মুখেই বসে আছি।

৩) পরমাত্মা যেমন আমাদের পিতা, তেমনি উঁনি আবার আমাদের রাজযোগেরও শিক্ষা প্রদান করেন-তাই ওঁনাকে শিক্ষক বা শিক্ষাগুরুও বলা হয়। উঁনিই আবার আমাদের শান্তিধামেও নিয়ে যাবেন- এই কারণে ওঁনাকে সদগুরুও বলা হয়ে থাকে। --এরকম নিশ্চিয়বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মারাই, সর্ব ক্ষেত্রেই বিজয়ী হয়।

* গীত :- তোমাকে পেয়েই আমাদের সব পাওয়া হয়ে গেছে, এই পৃথিবী এমনকি আকাশও পাওয়া হয়ে গেছে.....।*

ওঁম্ শান্তি! বাবা বাচ্চাদেরকে ওঁম্ শান্তির সঠিক অর্থ বুঝিয়েছেন। প্রত্যেকটি কথা মুহূর্তের মধ্যেই বুঝতে হবে। যখন বাচ্চারা বলবে ওঁম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা, আর এটা আমার শরীর। তেমনি বাবাও বলে থাকেন, অহম্ আত্মা পরমধাম নিবাসী। অর্থাৎ তিঁনি পরমাত্মা। ওঁম্..... শব্দটি বাবা যেমন বলতে পারেন, বাচ্চারাও তা বলতে পারে। অহম্ আত্মা (আমাদের) বা পরমাত্মার উভয়েরই স্বধর্ম হল শান্ত স্বরূপ। তোমরা তো জানোই *আত্মারা প্রকৃত অর্থে শান্তিধাম নিবাসী।* সেখান থেকেই এই জাগতিক কর্মক্ষেত্রে আসে, নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পার্ট করতে। এটাও জানো যে, আমি আত্মার স্বরূপ এবং পরমপিতা পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি! যেকথা মনুষ্য সমাজ এখনও জানে না। তাই বাবা স্বয়ং এসে তা বুঝিয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই (বি কেরা) অন্যদের আবার তা বোঝায়, *আমাদের প্রকৃত বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি একাধারে যেমন আমাদের শিক্ষক তার সাথে আবার সুপ্রীম্ সদগুরুও বটে। যিঁনি আমাদেরকে ওনার সাথেই পরমধামেও নিয়ে যাবেন।* জগতে অনেকেই গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা নিশ্চিত হয়েছে যে, এক পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন একমাত্র বাবা, যিনি সহজ রাজযোগ আর জ্ঞানের শিক্ষাও দিয়ে থাকেন আবার তিনিই সকল ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে সাথে করেও নিয়ে

যাবেন। *এইরূপ নিশ্চয়তার আধারেই তোমাদের বিজয় নিশ্চিত।* তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ওনার বিজয় মালাতেও স্থান পাবে। ক্রমে রুদ্রমালা ও বিষ্ণু মালাতেও। ভগবান উবাচ - "আমি একমাত্র তোমাদের অর্থাৎ সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের এই রাজযোগ শিখিয়ে থাকি।" সে হিসাবে আমি তোমাদের শিক্ষকও। তাই আমার শ্রীমত তো অবশ্যই পাওয়া উচিত- তাই না! তাই পরমাত্মা স্বয়ং বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু হয়ে আলাদা আলাদা মতও দিয়ে থাকেন, যার ফলে এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মত পাওয়া সম্ভবপর হয়। সকল আত্মাদের জন্য একটাই মত হওয়ার কারণে শংসয় আসার প্রশ্নই ওঠে না। তোমরা জানো, আমরা ব্রাহ্মণেরা হলাম ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত, ঈশ্বরের বংশাবলী। গড যিনি, উনি ফাদারও, আবার উনিই সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা। জগতের মানুষেরা তো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই এই গুণ-গা ানও করে থাকে, "তুমিই আমাদের মাতা-পিতা, আর আমরা তোমার সন্তান।" তা হলে তো তা পরিবারই হচ্ছে -তাই না! একমাত্র ভারতীয়রাই তা গেয়ে থাকে। যদিও সে সব এখন অতীতের কথা। বর্তমানে এখন তোমরা বি কে-রাই পরমাত্মার সন্তান হয়েছো আর তাই তোমরা ওনার মত ও শিক্ষাও পাচ্ছো। বাবা, আপনার শ্রীমত অনুসারে চললে যে সব পাপ আছে সে সবই যোগবলের দ্বারা কেটে যাবে। একমাত্র এই এক ও একমাত্র বাবাকেই পতিত-পাবন, সর্বশক্তিমান বলা হয়ে থাকে। শিববাবা হলেন এক এবং অদ্বিতীয়। উনিই সকলের মাতা-পিতা, তোমরা সেই পরমাত্মার থেকেই এই রাজযোগ শিখছো। ফল স্বরূপ তোমরা অর্ধকল্পের জন্য বাবার আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো, যার ফলে পরমধামেও যেতে পারো, যেখানে দুঃখের নাম-গন্ধও থাকে না, কারণ সেটা যে সুখধাম। *যখন এই দুঃখধামের শেষ হবার থাকে, তখনই তো বাবা আসবেন- তাই না! আর সেই সময়টা হলো সঙ্গমযুগ।* তাই এখন বাবা এসে আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন! আবার দেহী-অভিমানী বানিয়ে নিজের সাথে নিয়েও যান। তোমাদেরকে কোনো মনুষ্য আত্মা এই পাঠ পড়ান না, নিরাকারী শিববাবা স্বয়ং তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আত্মাদের সাথেই বাবা যে কথা বলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ বা শংসয় নেই। তোমরাও ওনার সামনেই বসে আছো। তোমরা এটাও জানো যে, সত্যযুগে তোমরাই দৈবী-গুণ সম্পন্ন দেবতা ছিলে তাই পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গেরও ছিলে। এখন ৮৪ জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে। তোমরা ব্রাহ্মন সন্তানেরা পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছো। জগতে এটা তো প্রচলিত আছে, "দীর্ঘ-সময় অনেক কাল ধরে আত্মা আর পরমাত্মা উভয়ের থেকে পৃথক ছিল ..... ।" সত্যযুগের শুরুতে প্রথম দিকে কেবল দেবী-দেবতারাই ছিল, তারাই আবার কলিযুগের শেষে পতিত আত্মাতে পরিনত হয়েছে। তারাই কেবল পুরো ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে। বাবা সেই হিসাবটাও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু জাগতিক সন্ন্যাসীদের ধর্ম হলো ভিন্ন প্রকৃতির। কল্প-বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম বর্তমান। সর্বপ্রথমে আদি দেবী-দেবতা ধর্মের গঠন হয়েছে। যা কোনও মনুষ্য আত্মা সেই দেবী-দেবতার ধর্ম স্থাপন করতে পারে না। বর্তমানে সেই দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে, তবে এখন আবার তার পুনঃ-স্থাপনা হতে চলেছে। আবার সত্যযুগে তোমরা নিজেদের প্রালব্ধ ভোগ করবে। এটাই হলো তোমাদের জবরদস্ত কামাই।

তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এখন বাবার থেকে সেই সত্যিকারের উপার্জন করে চলেছ, যার ফল স্বরূপে সত্যযুগে তোমরা সর্বদাই সুখী হয়ে থাকতে পারবে। তাই এই প্রকৃত কামাই এর প্রতি গভীর মনোযোগী হতে হবে। বাবা কিন্তু কখনও এমন বলেন না যে, তোমরা ঘর-সংসার ছেড়ে দিয়ে চলে আসো। তা তো করে জগতের সন্ন্যাসীরা। তাদের বৈরাগ্য আসার কারণে, তারা ঘর-সংসার ছেড়ে চলে যায়। বাবা বলেন, এটা সম্পূর্ণ ভুল পন্থা। এই বৈরাগ্যের দ্বারা কখনও সৃষ্টি-জগতের কোনও কল্যাণ সাধন হয় না। তবুও ভারতের লোকেদের কাছে এই সকল সন্ন্যাসীদের ধর্ম-

আচরণ খুবই ভাল লাগে। ভারতকে বিশ্ব-জগতে তুলে ধরার জন্যই সন্ন্যাস ধর্মের স্থাপনা হয়ে থাকে। যেহেতু দেবতারা তখন বাম মার্গে (পতিত অবস্থায়) চলে যায়। বাড়ি যেমন অর্ধ পুরানো হলে একটু আধটু মেরামত করানো হয়ে থাকে, দু-এক বছর অন্তর অন্তর নতুন করে রঙ করাও হয়। কেউ কেউ মনে করে যে লক্ষ্মীকে আহ্বান করলেই তিনি আসবেন, কিন্তু তিনি তখনই আসবেন যখন সম্পূর্ণ সৃষ্টি-জগৎ পবিত্র ও শুদ্ধ হবে। ভক্তিমার্গে সবাই মহালক্ষ্মীর আরাধনা করে থাকে তার থেকে ধন-সম্পদ লাভ করার জন্য। কিন্তু জগৎ-এর মা অম্বার কাছে কখনও ধন-সম্পদ চায় না। ধন-সম্পদের জন্য তারা কেবল লক্ষ্মীকেই আহ্বান করে। দীপ-মালার জাঁকজমক উৎসব দীপাবলির দিন ব্যবসায়ীরা পূজার অর্ঘে টাকা রেখে পূজো করে, কারণ তারা মনে করে এতে তাদের ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে ও তাদের সকল মনোকামনাও পূরণ হবে। অথচ জগৎ অম্বার বেলায় কেবল মেলার আয়োজন করা হয়। আর সেই মেলার উদ্দেশ্য হল- জগৎ পিতার সাথে জগৎ অম্বার মিলনের মেলা, যেটা হল প্রকৃত মিলন মেলা এবং এই মিলন মেলাতেই সত্যিকারের লাভবান হওয়া সম্ভব। এই মিলন মেলায় অনেক আত্মারা আবার দিকভ্রান্তও হয়ে যায়, কোথাও যেমন নৌকো ডুবি হয়, আবার কোথাও বা দুর্ঘটনাও ঘটে। ভিড়ের মধ্যে কতই না ধাক্কাও খেতে হয়। ভক্তির এই মিলন মেলাতে কতই না আগ্রহ থাকে আত্মাদের, যেহেতু তারা শুনেছে যে, এই মেলা-আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন-মেলা। এই মিলন মেলা খুবই প্রসিদ্ধ, কারণ এই মেলা কেবল ভক্তিমার্গেই আয়োজিত হয়। এখানে রাম রাবণের মধ্যে প্রতিযোগীতা হয়ে থাকে। তাই বাবা সকলকে খুব ভালো রীতিতে বুঝিয়ে থাকেন যে, "(এসব দেখে) কখনো মূর্ছিত অর্থাৎ অচেতন হয়ে পরবে না। রাম এবং রাবণ দুজনেই সর্বশক্তিবান্। আর তুমিও সেই যুদ্ধের ময়দানেই আছো।" কেউ কেউ তো ঘন ঘন মায়ার কাছে হেরে যায়, তাই বাবা বলেন, *"তুমি সর্বদা আমাকে অর্থাৎ প্রকৃত ওস্তাদ পরমাত্মাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে কখনই মায়া তোমাকে হারাতেই পারবে না।" বাবাকে স্মরণের মাধ্যমেই থাকলেই তুমি বিজয়ী হবে অবশ্যই।* যদিও এই জ্ঞান বোঝার জন্য মুহূর্ত মাত্র সময়ের প্রয়োজন। বাবা তা আবার বিস্তারিত ভাবেও বুঝিয়েও দেন, -এই সৃষ্টিচক্রের চক্র কিভাবে তা ঘুরছে! বাদামের খোলার ভিতর যেমন বীজ বাদাম, তোমরা বাচ্চারাও তেমনি বীজ-স্বরূপ। (শরীরের ভিতরের আত্মাও তেমনি বীজ স্বরূপ) আর সৃষ্টিরূপী ঝাড়কে তো জানোই তোমরা! একেই বলা হয় কল্পবৃক্ষ। কিন্তু এর আয়ু তো আর লক্ষ লক্ষ বছর হতে পারে না। যদিও এই বৃক্ষ বিভিন্ন ধর্মের। অথচ কোনও এক ধর্মের সাথে অপর কোনও ধর্মের মিল নেই। এক অপরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। যেমন ইসলাম-ধর্ম অবলম্বনকারীরা কতই না কালো (অপবিত্র) অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, যদিও তাদের ধনসম্পত্তি প্রচুর আছে, তবুও ধনসম্পত্তির পিছনেই তো সবাই ছুটে চলেছে। কিন্তু ভারতবাসীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশী ধর্ম নিয়েই এই ঝাড় কল্প-বৃক্ষের। তোমরা জেনেছো, কিভাবে এই ঝাড়ের বৃদ্ধি পায়, তাই এর তুলনা বটবৃক্ষের সাথে করা হয়। আগামী বাস্তব তোমরা এখনই দেখতে পাচ্ছো- বৃক্ষের এই ঝাড় কিভাবে ক্রমশঃ লুপ্ত হতে যাচ্ছে। অন্যান্য ধর্মের যদিও বা অস্তিত্ব থাকবে, কিন্তু দেবী-দেবতা ধর্মের কেউই থাকবে না। কলকাতায় এমন (বোটানিক্যাল গার্ডেনে) বট-গাছ দেখতেও পাবে, গাছটার এত বৃদ্ধি হয়েছে, সম্পূর্ণ গাছটায় সবুজ পাতায় ভরে গেছে, একটা বিশাল ঝাড় স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার আদি মূলটাই আজ আর নেই।

"বাচ্চারা, তোমরা তো জানতে পেরেছো যে নাটক এখন প্রায় সম্পূর্ণ, শেষ হতে চলেছে। এখন তাই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে নিজধামে অর্থাৎ বাবার কাছে। তোমরা তো আমার কাছেই ফিরে আসবে। এটাও জানো যে, ভারত ব্যতীত আর কোনো খন্ড স্বর্গ হতে পারে না।" প্রাচীন

ভারতের যথেষ্ট সুখ্যাতিও আছে। কিন্তু জগতের লোকেরা তো গীতাতে কৃষ্ণের নাম জুড়ে দিয়েছে। বাবা বলেন- কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে তো আর কেউ পতিত পাবন বলে না, তখন এক নিরাকার পরমাত্মাকেই মানবে। কৃষ্ণ সত্যযুগের রাজকুমার। এই একই নাম, রূপ, দেশে কৃষ্ণই আবার স্বর্গে আসবেন। যদিও সবার বৈশিষ্ট্য একই রকম হবে না ! প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। কর্ম-কর্তব্যও সকলের ভিন্ন ভিন্ন। যেহেতু এই অনাদি নাটক (ড্রামা) বহু পূর্ব থেকেই তৈরি হয়ে আছে। প্রত্যেক আত্মারাই তাদের কর্মফল অনুযায়ী তার নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের পার্ট পেয়ে থাকে। *আত্মা অবিনাশী। আর এই শরীর হল বিনাশী। আমি আত্মা এক শরীর ছেড়ে আর এক শরীর ধারণ করি। কিন্তু আমি যে আত্মা- সেই প্রকৃত জ্ঞানটাই যে কারও মধ্যে থাকে না।*বাবা এসে নতুন করে সেই জ্ঞানের কথাই শোনান। উনি বলেন, "ওহে আমার হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চারা।" বাচ্চারাও উত্তরে বলে, বাবা ঠিক এভাবেই আপনার সাথেই মিলিত হয়েছিলাম ৫ হাজার বছর পূর্বে।

যোগবলের দ্বারা তোমরাই সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে চলেছ। *সবচাইতে বড় হিংসা হলো একে অপরের প্রতি আসক্ত হয়ে কামাগ্নির হিংসা করা। এটা তো বার বার বোঝানোও হয়েছে যে, শারিরক বাহুবলের দ্বারা লড়াই করে কেউ কখনও বিশ্বের মালিক হতে পারে না। তা কেবল যোগবলের দ্বারাই হওয়া সম্ভব।* কিন্তু শাস্ত্র-পুঁথি ইত্যাদিতে দেবী-দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যদের যুদ্ধও দেখানো হয়েছে। অথচ, বাস্তবে তো তা হয়ই না। এখানে তোমরা বাবার থেকে প্রাপ্ত যোগবলের শক্তি দ্বারা জয়যুক্ত সক্ষম হও। যিনি সমগ্র বিশ্বেরই রচয়িতা, তাই উনি নিশ্চয় নতুন বিশ্বেরই রচনা করবেন। লক্ষ্মী-নারায়ণই সেই নতুন দুনিয়া তথা স্বর্গের মালিক ছিলেন। আমরাও তখন সেই স্বর্গেরই মালিক ছিলাম। কিন্তু ক্রমে ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন পতিত হয়ে একেবারে কানা-কড়িহীন হয়ে পড়েছি। এখন আবার আমরা পবিত্র পাবন হতে চলেছি। ভক্ত তো অনেক আছে, কিন্তু প্রকৃত ভক্তি কারা করছে ? --যারা এখন ব্রাহ্মণ, তারাই শুরু থেকে ভক্তি করে আসছে। তবেই তো তারা এসে ব্রাহ্মণ হয়েছে। প্রজাপিতা (প্রজাদের পালক) উনি তো আর সূক্ষ্মবতনে অবস্থান করেন না। ব্রহ্মার অবস্থান তো এখানেই হতে হবে। যার শরীরে বাবা প্রবেশ করবেন, তাই তাকে তো এখানেই থাকতে হবে। তোমরা ভেবে থাকো যে মাম্মা আর বাবা যখন এখানে, তবে উনি ওখানেও আছেন আবার সূক্ষ্মবতনেও আছেন। যদিও এসব সূক্ষ্ম জটিল ব্যপার খুব ভালোভাবে বোঝা প্রয়োজন। তোমরা কত বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেবা করবে তার নির্দেশনাও বাবা সব সময়ই দিয়ে থাকেন। বাচ্চারাও তেমনি নতুন নতুন তথ্য উদ্ভাবন করছে। কেউ কোনও নতুন কিছু উদ্ভাবন করলে, বাবা বলে থাকেন আগের কল্পেও ঠিক এভাবেই এটার উদ্ভাবন হয়েছিল, তারপরে সেটার আবার উন্নতি সাধনও হয়েছিল। স্বর্গ আর নরকের যে গোলক বানিয়েছো, সেটা খুবই ভাল হয়েছে। কৃষ্ণকে সবার-ই খুব ভালো লাগে। কিন্তু তারা তো এটাও জানে না যে এই কৃষ্ণই আসলে নারায়ণে পরিণত হয়। এসব কথা যথেষ্ট যুক্তির মাধ্যমে বোঝাতে হবে অন্যদেরকে। তোমাদের এই ভূ-গোলক তো আরও অনেক বড় হওয়া প্রয়োজন। যা মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত্য উঁচু হবে, যার মধ্যে নারায়ণের ছবিও থাকবে আবার কৃষ্ণেরও- যা হতে হবে বিশাল আকারের। অনেক বড় আকারের হলে সকল মানুষই তা খুব ভালো রীতিতে দেখতে পায়। যেমন পান্ডবদের কত বড় বড় চিত্র বানিয়েছো। তোমরাই তো সেই পান্ডব -তাই না! কিন্তু প্রকৃত অর্থে কেউই অত উচ্চ বা এত বড় শরীরধারী নয়। যেমন সাধারণতঃ মানুষেরা ৬ ফুটের কাছাকাছি হয় তেমন। আবার এরকম মনে কোরো না যেন, সত্যযুগের আত্মারা দীর্ঘায়ু হয় বলে তারা আকৃতিতেও তেমনি বিশাল লম্বা। বেশি লম্বা শরীরের মানুষ ততটা শোভনীয় নয়। কিন্তু

বোঝানোর জন্য তো বড় আকারের চিত্রেরও প্রয়োজন। সত্যযুগের চিত্রে খুব সুন্দর চিত্রাঙ্কন করতে হবে। আর তার উপরের দিকে থাকবে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র, নীচে রাধা-কৃষ্ণের চিত্র দিতে হবে, যারা রাজকুমার আর রাজকুমারী।

এই সৃষ্টিচক্র ক্রমাগ্বয়ে ঘুরতেই থাকে। বর্তমানের ব্রহ্মা-সরস্বতী ভবিষ্যতের লক্ষ্মী-নারায়ণ। আমরাও ব্রাহ্মণ থেকে দেবী-দেবতায় পরিনত হই। আমরা এটাও জানি যে, আমাদদের মধ্যে থেকেই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে এবং পরবর্তী কালে আবার রাম-সীতাও হবে। আমরাই স্বর্গ-রাজ্যে রাজত্ব করবো। বাচ্চারা, এইরকম চিত্র বানাও এ বিষয়ে কাউকে যখন বোঝাবে, তখন তারা খুব মজাই পাবে। তারা সবাই বলবে বাঃ! এই জ্ঞান তো অতি উত্তম। হঠযোগীরা এই জ্ঞান দিতেই পারবে না। সত্যযুগ ছিল পবিএ প্রবৃত্তি মার্গের। কিন্তু বর্তমান দুনিয়, যা এখন সম্পূর্ণ অপবিত্র। এই বাবা ব্যতীত অন্য কেউই বেহদের আশীর্বাদী বর্সা দিতে জানে না। তোমরা জেনে গেছো, বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য জ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন! তাই তা ভালো রীতিতে মনোযোগ সহকারে আমাদের ধারণ করা উচিত। একমাত্র জ্ঞান পাঠের মাধ্যমেই মানুষ অনেক উন্নত হতে পারে। বর্তমানে তোমরা এখন অহল্যা, কুব্জা ইত্যাদির মতন পাথর তুল্য। কিন্তু বাবা যেখানে তোমাদের পড়াচ্ছেন, যেই পাঠের মাধ্যমে তোমরা আবার সারা বিশ্বের মালিক হতে চলেছ। যেহেতু তিনিই একমাত্র জ্ঞানের সাগর। তাই বাবা এখন বলছেন, *"নিজেকে অশরীরি ভাবো। অশরীরী ভাবে এসেছো আবার অশরীরী ভাবেই যেতে হবে।"*

তোমরা তো জেনেছো, তোমাদের ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে, যা খুবই আশ্চর্যের! এত ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে কত বিশাল কর্ম-কর্তব্যের পার্ট ভরা আছে, যা কখনই মুছে যায় না। যার কোনও আদি-অন্তও নেই। সত্যি খুবই আশ্চর্য্যের কথা এটা ! আমরা আত্মারা লাগাতর ৮৪-বার জন্মের চক্র লাগিয়ে থাকি, যার কোনও অন্তই নেই। এখন আবার আমরা পুরুষার্থ করছি। এই আত্মার মধ্যেই সে সমস্ত জ্ঞানও আছে। স্টার তথা তারার গুরুত্ব অনেক বেশি যদিও তা ক্ষুদ্র হীরের মতন। তা যত উজ্জ্বল হবে, তার দামও তত বৃদ্ধি পাবে। এই এক-একটি তারা কত বিশাল জ্ঞানে ভরপুর। এ কথা প্রচলিতও আছে, দুই ভ্রুকুটির মাঝখানে জ্বলজ্বল করা চমকানো এক তারা। এই সৌন্দর্য্যকে কেবল তোমরাই জানো। বাবা জানাচ্ছেন, উনিও এক তারা (স্টার) স্বরূপ, যার সাক্ষাৎকার তোমাদেরও হতে পারে। কিন্তু জগতের মানুষেরা তো শুনে আসছে, পরমাত্মা সূর্যের ন্যায় ত্যেজময় অখণ্ড জ্যোতি স্বরূপ, তাই তারা এমনটাই মনে করে। তাই বাবা (পরমাত্মা) যদি তাদেরকে তারা (স্টার) স্বরূপ হয়ে দর্শনও দেন, তবুও সাধারণ মানুষেরা ওনাকে তা মেনে নিতে পারবে না। এরকম অনেক ধ্যানমগ্ন থাকা আত্মাদের ত্যেজময় জ্যোতি বলতে যা বোঝায় তারই সাক্ষ্যাৎকার হয়ে থাকে। যাই হোক্, তোমরা তো বুঝতে পেরেছো, পরমাত্মা একটি স্টার অর্থাৎ তারা স্বরূপ। *আচ্ছা-*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত! রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সত্যখন্ডের মালিক হওয়ার জন্য প্রকৃত উপার্জন করতে হবে বাবার থেকে। ওস্তাদ স্বরূপ বাবার স্মরণে থেকে মায়াজীত হতে হবে।

২) বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়ার জন্য, বাবার যেসব শিক্ষা পেয়ে থাকো, তার উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। আর সেই শিক্ষাকে খুব ভালো রীতিতে ধারণও করতে হবে।

বরদান :- বাবার ছত্রছায়ার নীচে থেকে সর্বদা নিরাপদ অনুভবকারী আত্মা হয়ে সর্ব আকর্ষণ মুক্ত হও।

ব্যাখ্যা :- যেমন স্থূল দুনিয়াতে রোদ কিম্বা বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য আমরা ছত্রছায়ার আধার নিয়ে থাকি, যা হলো স্থূল ছত্রছায়া আর এটা হলো স্বয়ং বাবার ছত্রছায়া, অর্থাৎ যিঁনি আত্মাদেরকে সবসময়ই নিরাপদে রেখে থাকেন। সেখানে আত্মাকে কোনও প্রকারের আকর্ষণই নিজের দিকে আকর্ষিত করাতে পারে না। অন্তর থেকে বাবাকে ডাকলেই, তুমি তেমনি নিরাপদে থাকবে। পরিস্থিতি যেমনই আসুক না কেন, বাবার ছত্রছায়ায় থাকা আত্মারা সর্বদাই নিরাপদ অনুভব করে থাকে। মায়ার কোনও প্রভাব সেখানে বিন্দুমাত্রও পরতে পারে না।

স্লোগান :- এমন স্বরাজ্য অধিকারী হও, যাতে অধীনতা সম্পূর্ণ রূপে সমাপ্ত হয়ে যায়।